Department of Patents, Industrial Designs and Trademarks

Ministry of Industries

THE GEOGRAPHICAL INDICATION (GI) JOURNAL

“কালিগঞ্জের তোয়ালে”

GI Journal No. 63

Published on : 20 AUG 2025

www.dpdt.gov.bd

Department of Patents, Industrial Designs and Trademarks
Shilpa Bhaban, 91 Motijheel, Dhaka, Bangladesh

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন আবেদনের পদ্ধতি

১। আবেদনপত্র ঃ

(১) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেকটি আবেদনপত্র নির্ধারিত ফরমে নির্ধারিত ফিসহ এক শ্রেণির পণ্যের জন্য জিআই ফরম-০১ (এক) এবং একাধিক শ্রেণির পণ্যের জন্য জিআই ফরম-০২ (দুই) এ আবেদন করিতে হইবে।

(২) প্রতিটি আবেদনপত্র আবেদনকারী তারিখ উল্লেখপূর্বক স্বাক্ষর করিবেন।

(৩) প্রতিটি আবেদনপত্রের তিন কপির সহিত অতিরিক্ত পাঁচ কপি প্রতিলিপি দাখিল করিতে হইবে।

(৪) প্রতিটি আবেদনপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট পণ্যের পাঁচটি নমুনা দাখিল করিতে হইবে।

২। ফি ঃ

(১) ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে তফসিল-০১ এ উল্লিখিত ফি অনুসারে ফি প্রদান করিতে হইবে।

(২) ফি মহাপরিচালক বরাবর বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধ করা যাইবে।

(৩) যে ক্ষেত্রে দলিল দাখিলের জন্য ফি প্রদেয়, সেই ক্ষেত্রে ফি প্রদান ব্যতিরেকে বা অপর্যাপ্ত ফি পরিশোধ করা হইলে, উক্তরূপ দলিলাদি বিধিসম্মতভাবে দাখিল করা হয় নাই বলিয়া গণ্য করা হইবে।

৩। ভাষা ঃ

(১) সকল আবেদনপত্র বাংলা অথবা ইংরেজি ভাষায় লিখিত হইতে হইবে।

(২) আবেদনপত্রের কাগজ ও কালি পাঠযোগ্য, টেকসই, স্থায়ী প্রকৃতির ও উন্নতমানের হইতে হইবে।

৪। আবেদনপত্রে স্বাক্ষর ঃ

(১) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের আবেদনপত্র এবং অন্যান্য দলিল নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে, যথা ঃ-

(ক) ব্যক্তিসংঘ বা উৎপাদনকারী সংগঠনের ক্ষেত্রে, এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ;

(খ) কোন কর্পোরেট বডি, আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে, উক্তরূপ বডি বা সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের পক্ষে উহার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা, ক্ষেত্রমত, ব্যবস্থাপনা পরিচালক অথবা সচিব অথবা প্রধান কর্মকর্তা ;

(২) স্বাক্ষরকারী ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরের নিম্নে-

(ক) তাহার পদবি বা পদমর্যাদা ; এবং

(খ) বাংলা বর্ণে অথবা বড় হাতের ইংরেজি বর্ণে, তাহার পূর্ণাঙ্গ নাম ; স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৫। **আবেদনপত্রে ব্যবহারকারীর বিবৃতি ঃ**

কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন অথবা পণ্যের বৈধ ব্যবহারকারী হিসাবে নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেক আবেদনপত্রে পণ্যটি কোন সময়কাল হইতে কাহার দ্বারা ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার একটি বিবরণী থাকিতে হইবে।

৬। **আবেদনপত্রের সহিত দাখিলকৃত তথ্য ও দলিলাদি ঃ**

(১) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে এবং উহার সহিত নিম্নবর্ণিত তথ্য ও দলিলাদি সরবরাহ করিতে হইবে, যথা ঃ-

(ক) নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সম্পর্কিত একটি বিবৃতি-

(অ) পণ্যটি উৎপাদিত হইবার সুনির্দিষ্ট অঞ্চল বা এলাকা ;

(আ) উক্ত অঞ্চল, ভূখণ্ড বা ক্ষেত্রমত, এলাকায় উৎপাদিত হইবার ফলে পণ্যটিতে নিহিত সুনাম, গুণাগুণ ও অনন্য বৈশিষ্ট্য ;

(ই) উক্ত অঞ্চল, ভূখণ্ড বা ক্ষেত্রমত, এলাকা সম্পর্কিত বিশেষ ভৌগোলিক আবহাওয়া, সহজাত প্রাকৃতিক ও মানবিক বিষয়াদি যাহা পণ্যটিকে স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছে ; এবং

(ঈ) উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎস ;

(খ) যে শ্রেণির পণ্যের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক নির্দেশক প্রযোজ্য হইবে উহার নাম ;

(গ) পণ্য উৎপাদনকারী দেশের নির্দিষ্ট যে অঞ্চল, ভূখণ্ড বা এলাকায় পণ্যটি উৎপাদিত হয় উহার মানচিত্র ;

(ঘ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যসমূহকে নির্দেশ করে এমন কোন শব্দ বা চিহ্ন ;

(ঙ) নিবন্ধনের জন্য প্রস্তাবিত ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির উৎপাদনকারীগণ সম্পর্কিত বিবরণ ;

(চ) আবেদনকারী কিভাবে আইনের অধীন গঠিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসংঘ, উৎপাদনকারীগণের সংগঠন, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করেন তৎমর্মে একটি হলফনামা ;

(ছ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের জন্য ব্যবহৃত কোন বিশেষ "স্ট্যান্ডার্ড বেঞ্চমার্ক" অথবা উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, তৈরি ইত্যাদি সম্পর্কিত "শিল্প মানদণ্ড" থাকিলে তৎসম্পর্কিত দলিলাদি ;

(জ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের মান, গুণাগুণ, মানের ধারাবাহিকতা বা বিশেষত্ব বজায় রাখিবার বা নিশ্চিৎকরণের জন্য পণ্যটির উৎপাদনকারী, কারিগর বা প্রস্তুতকারক কর্তৃক প্রয়োগকৃত পদ্ধতি (mechanism) সম্পর্কিত বিবরণ ;

(ঝ) আবেদনাধীন পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সংশ্লিষ্ট অঞ্চল, ভূখণ্ড বা এলাকার মানচিত্রের (মানচিত্র প্রকাশকের পদবি, নাম ও ইস্যুর তারিখ উল্লেখক্রমে) তিনটি প্রত্যায়িত কপি ;

(ঞ) আবেদনাধীন পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সংশ্লিষ্ট বিশেষ মানবিক দক্ষতা, ভৌগোলিক জলবায়ুর অনন্যতা অথবা অন্যান্য সহজাত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত বিবরণ ;

(ট) সংশ্লিষ্ট পণ্যের উৎপাদনকারীগণের স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিসংঘ, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা ;

(ঠ) আবেদনে উল্লিখিত অঞ্চল, ভূখণ্ড বা এলাকায় সংশ্লিষ্ট পণ্যটির ক্ষেত্রে আবেদনাধীন ভৌগোলিক নির্দেশকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন পরিদর্শন ব্যবস্থা থাকিলে উহার বিবরণ ; এবং

(ড) আবেদনাধীন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য ইতোমধ্যে নিবন্ধিত কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের সমনামীয় হইলে, আবেদনাধীন পণ্য ও ইতোমধ্যে নিবন্ধিত পণ্যের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য জ্ঞাপক বৈশিষ্ট্যের বিবরণ এবং প্রতারণা বা ভোক্তাগণের বিভ্রান্তি রোধে গৃহীত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিবরণ।

৭। **কনভেনশনভুক্ত ব্যবস্থার অধীন আবেদন ঃ**

(১) কনভেনশনভুক্ত কোন রাষ্ট্রের একজন আবেদনকারী কর্তৃক কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নিবন্ধনের জন্য আবেদন করা হইলে উক্তরূপ আবেদনপত্রের সহিত কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রের ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন অফিস যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত একটি সনদপত্র দাখিল করিতে হইবে এবং উক্ত সনদপত্রে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির বিস্তারিত বিবরণসহ আবেদনপত্রটি দাখিলের তারিখ, রাষ্ট্রের নাম, কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রে পণ্যটি প্রথম নিবন্ধনের তারিখ এবং মহাপরিচালক কর্তৃক চাহিত অন্যান্য বিষয়াদির বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

(২) যেইক্ষেত্রে নিবন্ধনের আবেদন করিবার সময় উক্তরূপ সনদ উপস্থাপন না করা হয়, সেইক্ষেত্রে আবেদন করিবার ২(দুই) মাসের মধ্যে মহাপরিচালকের সন্তুষ্টি অনুযায়ী আবেদনটি পেশ করিবার তারিখ, উহার রাষ্ট্রের নাম, ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির বিবরণ, আবেদনপত্রে উল্লিখিত শ্রেণি এবং পণ্য সম্বলিত তথ্যাদি প্রত্যয়ন ও সত্যায়নপূর্বক পেশ করিতে হইবে।

(৩) আবেদনপত্রটি একই ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের জন্য এবং আবেদনপত্রের অধীন সকল অথবা আংশিক পণ্যের জন্য কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রে আবেদনকারীর প্রথম আবেদন হইতে হইবে।

(৪) যেইক্ষেত্রে কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্র হইতে এক বা একাধিক শ্রেণির ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য একটিমাত্র আবেদনপত্র দাখিল করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত আবেদন নির্ধারিত ফরমে দাখিল করিতে হইবে।

৮। আবেদনপত্রের প্রাপ্তি স্বীকার ঃ

(১) আবেদনপত্রের নম্বর ও ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নাম উল্লেখপূর্বক মহাপরিচালক প্রাপ্তি স্বীকার নিশ্চিত করিবেন।

৯। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

প্রতিটি আবেদনপত্র নিম্নোক্ত ঠিকানায় দাখিল করিতে হইবে :

মহাপরিচালক
পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর
শিল্প ভবন (৬ষ্ঠ তলা)
৯১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
বাংলাদেশ
ফোন ঃ ৮৮-০২-৯৫৬০৬৯৬
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৯৫৫৬৫৫৬
ই-মেইল ঃ dg@dpdt.gov.bd
Web: www.dpdt.gov.bd

ভৌগোলিক নির্দেশক আবেদন নং-৯৬
আবেদনের তারিখ : ৩০-১২-২০২৪ খ্রি.

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য **"কালিগঞ্জের তোয়ালে"** যা শ্রেণি ২৪ এ অন্তর্ভুক্ত, তা নিবন্ধনের জন্য ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন, ২০১৩ এর ধারা ১২ অনুসারে জার্নালে প্রকাশ করা হলো।

ভৌগোলিক নির্দেশক নাম ঃ **"কালিগঞ্জের তোয়ালে"**।

শ্রেণি ঃ ২৪

ক) **আবেদনকারীর নাম** ঃ চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড।

খ) **ঠিকানা** ঃ বিটিএমসি ভবন (৫ম তলা), ৭-৯ কাওরান বাজার, ঢাকা।

গ) **ব্যক্তি/উৎপাদক/ব্যক্তিবর্গ/সংগঠন/উৎপাদকের সংগঠন/সংস্থা/কর্তৃপক্ষের তালিকা** ঃ উৎপাদনকারীগণের আংশিক তালিকা প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তীতে তালিকায় আরও উৎপাদনকারীর নাম সংযোজিত হতে পারে।

ঘ) **প্রকার** ঃ কালিগঞ্জের তোয়ালে (শ্রেণী: ২৪)।

ঙ) **কালিগঞ্জের তোয়ালের স্পেসিফিকেশন** ঃ তোয়ালে হল শোষক কাপড় যা একটি পৃষ্ঠকে শুকানো, ঢাকা বা মোছার জন্য ব্যবহৃত হয়। গৃহস্থালির কাজে, বিভিন্ন ধরনের তোয়ালে ব্যবহার করা হয়, যেমন হাতের তোয়ালে, গোসলের তোয়ালে এবং রান্নাঘরের তোয়ালে ইত্যাদি। জন্মের পরই যে বস্ত্রটি শিশুকে পরম মমতায় জড়িয়ে রাখে, তা হচ্ছে তোয়ালে। প্রতিদিনের গোসল কিংবা সারা ঘর পরিষ্কারের কাজেও ব্যবহৃত হয় এই তোয়ালে। এছাড়া ঘুমানোর সময় অনেকে বালিশের কভারের উপর তোয়ালে ব্যবহার করে।

গাজীপুর জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে তাঁতে এই তোয়ালে উৎপাদন করা হয়। তাঁত ব্যবসার শুরু থেকেই গাজীপুর জেলার কালিগঞ্জে এই তোয়ালে উৎপাদন হয়ে আসছে। এই তোয়ালেতে ফুল ছাড়াও বিভিন্ন ডিজাইন ফুটিয়ে তোলা হয় তাঁতির দক্ষতায়। এই অঞ্চলে তোয়ালে রং এবং নকশায় অন্যান্য তোয়ালে থেকে আলাদা যা তৈরির জন্য বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন। কালিগঞ্জের তোয়ালের সাধারণ স্পেসিফিকেশন নিম্নে তুলে ধরা হলো :

১।	তোয়ালের দৈর্ঘ্য	:	১২″ হতে ৭২″ পর্যন্ত
২।	তোয়ালের প্রস্থ/বহর	:	১০″ হতে ৪০″ পর্যন্ত
৩।	টানা সুতার কাউন্ট (গ্রাউন্ড বিম)	:	স্পান পলিয়েস্টার/কটন: ৪৫^{স}/২/৪০^{স}/২
৪।	টানা সুতার কাউন্ট (পাইল বিম)	:	কটন/ভিসকস/উল/একরাইলিক: ১০^{স}/১/বা১৬^{স}/২ বা২০^{স}/২
৫।	পড়েন সুতার কাউন্ট	:	কটন/ব্লেন্ডেড: ১৬^{স}/১
৬।	পাইল ডিজাইন	:	০২-০৭ পিক পাইল
৭।	পাইল ওরিয়েন্টেশন	:	ক) একপাশ পাইল এবং খ) উভয় পাশে পাইল
৮।	উইভ ডিজাইন	:	প্লেইন (Plain) টুইল (Twill);/ টেরি (Terry)/ হানিকম্ব (Honey Comb)/ গেজ (Gauze)/ বুটিদার (Damask)/ হেরিংবন (Herringbone)

৯।	সানার নম্বর	:	৪০, ৪৮, ৫৬, ৬০ নম্বর (স্টোক পোর্ট পদ্ধতি)
১০।	মোট টানা সুতার সংখ্যা	:	২৪০০ ৩৬০০ (তোয়ালের প্রস্থ/বহর : ৬০" অনুযায়ী)
১১।	জ্যাকার্ড এর হুক সংখ্যা	:	৬০০, ৯০০, ১২০০ হুকস
১২।	ডবির লিভার সংখ্যা	:	০২-১২
১৩।	ঝাঁপ সংখ্যা	:	০২-১২
১৪।	এন্ডস/ইঞ্চি	:	৪০-৬০
১৫।	পিকস/ইঞ্চি	:	৩০-৪৮
১৬।	তোয়ালের ওজন/জিএসএম	:	(ক) খুব ভারী: ৫৫০ গ্রামের উর্ধ্বে (খ) ভারী : ৪৫০-৫৫০ গ্রাম (গ) মধ্যম : ৩৫০-৪৫০ গ্রাম এবং (ঘ) হালকা : ২৫০-৩৫০ গ্রাম।

নমুনার ছবি

রুমাল :
সাইজ : ১২×১১ ইঞ্চি
গ্রাউন্ড সুতার কাউন্ট : ৪৫^{স}/২
পাইল সুতার কাউন্ট : ১০^{স}/১
পড়েন সুতার কাউন্ট : ১৬^{স}/১
গ্রাউন্ড সুতা : পলিয়েস্টার
পাইল সুতা : কটন
পড়েন সুতা : কটন
প্রতি ইঞ্চিতে টানা সুতার সংখ্যা : ৪৮
প্রতি ইঞ্চিতে পড়েন সুতার সংখ্যা : ৩০
উইভ স্ট্রাকচার : প্লেইন
পাইল : ৩ পিক পাইল
তাঁতের ধরন : পাওয়ার তাঁত

রুমাল:
সাইজ : ১৯×১৪ ইঞ্চি
গ্রাউন্ড সুতার কাউন্ট : ২০^{স}/১
পাইল সুতার কাউন্ট : ১৬^{স}/১
পড়েন সুতার কাউন্ট : ১৬^{স}/১
গ্রাউন্ড সুতা : কটন
পাইল সুতা : কটন
পড়েন সুতা : কটন
প্রতি ইঞ্চিতে টানা সুতার সংখ্যা : ৪৮
প্রতি ইঞ্চিতে পড়েন সুতার সংখ্যা : ৪০
উইভ স্ট্রাকচার : প্লেইন
পাইল : ৪ পিক পাইল
তাঁতের ধরন : ফ্রেম তাঁত

স্ট্রাইপ/পাট্রা তোয়ালে :
সাইজ: ৪১×১৯ ইঞ্চি
গ্রাউন্ড সুতার কাউন্ট : ৪৫^{স}/২
পাইল সুতার কাউন্ট : ১০^{স}/১
পড়েন সুতার কাউন্ট : ১৬^{স}/১
গ্রাউন্ড সুতা : পলিয়েস্টার
পাইল সুতা : কটন
পড়েন সুতা : কটন
প্রতি ইঞ্চিতে টানা সুতার সংখ্যা : ৪৮
প্রতি ইঞ্চিতে পড়েন সুতার সংখ্যা : ৩০
উইভ স্ট্রাকচার : প্লেইন
পাইল : ৩ পিক পাইল
তাঁতের ধরন : পাওয়ার তাঁত

স্ট্রাইপ/পাট্রা তোয়ালে :
সাইজ : ৪৭×২১ ইঞ্চি
গ্রাউন্ড সুতার কাউন্ট : ৪৫^{স}/২
পাইল সুতার কাউন্ট : ১০^{স}/১
পড়েন সুতার কাউন্ট : ১৬^{স}/১
গ্রাউন্ড সুতা : পলিয়েস্টার
পাইল সুতা : কটন
পড়েন সুতা : কটন
প্রতি ইঞ্চিতে টানা সুতার সংখ্যা : ৪৮
প্রতি ইঞ্চিতে পড়েন সুতার সংখ্যা : ৩০
উইভ স্ট্রাকচার : প্লেইন
পাইল : ৩ পিক পাইল
তাঁতের ধরন : পাওয়ার তাঁত

গোলাপ ফুল ডিজাইন তোয়ালে :
সাইজ : ৬০×৩০ ইঞ্চি
গ্রাউন্ড সুতার কাউন্ট : ৪৫^{স}/২
পাইল সুতার কাউন্ট : ১০স/১
পড়েন সুতার কাউন্ট : ১৬স/১
গ্রাউন্ড সুতা : পলিয়েস্টার
পাইল সুতা : একরাইলিক
পড়েন সুতা : কটন
প্রতি ইঞ্চিতে টানা সুতার সংখ্যা : ৪০
প্রতি ইঞ্চিতে পড়েন সুতার সংখ্যা : ৩৬
উইভ স্ট্রাকচার : প্লেইন
পাইল : ৩ পিক পাইল
তাঁতের ধরন : পাওয়ার তাঁত

ডায়মন্ড ডিজাইন তোয়ালে :
সাইজ : ৩৬×২২ ইঞ্চি
গ্রাউন্ড সুতার কাউন্ট : ৪৫^{স}/২
পাইল সুতার কাউন্ট : ২০^{স}/২
পড়েন সুতার কাউন্ট : ১৬^{স}/১
গ্রাউন্ড সুতা : পলিয়েস্টার
পাইল সুতা : কটন
পড়েন সুতা : কটন
প্রতি ইঞ্চিতে টানা সুতার সংখ্যা : ৬০
প্রতি ইঞ্চিতে পড়েন সুতার সংখ্যা : ৪২
উইভ স্ট্রাকচার : প্লেইন
পাইল : ৩ পিক পাইল
তাঁতের ধরন : পাওয়ার তাঁত

চ) কালিগঞ্জের তোয়ালের ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের বর্ণনা

এক সময় বাংলাদেশের এমন কোনো গ্রামগঞ্জ ছিল না, যেখানে দু-একটি তাঁতিপাড়া চোখে পড়ত না। সকাল থেকেই শুরু হতো খটখট শব্দ, চলত তা গভীর রাত পর্যন্ত। কোনো একটি পরিবার, পুরো একটি সম্প্রদায়, বংশের পর বংশ ধরে নির্ভর ছিল হাতে তৈরি ও চালিত এ যন্ত্রটির ওপর। মানুষের পরনের সমস্ত কাপড়, শাড়ি, লুঙ্গি, গামছা থেকে শুরু করে রুমাল, তোয়ালে, বালিশের কভার পর্যন্ত বয়ন করা হত তাঁত যন্ত্রে।

সেই প্রাচীন আমল থেকেই বাংলাদেশের তাঁতশিল্প কাপড় তৈরিতে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। মসলিন, জামদানি তৈরির শুরু থেকে তাঁত শিল্পের ভূমিকা ছিল নানা রকম শৌখিন, কারু কার্যময় পোশাক তৈরিতে। তবে প্রয়োজনের তাগিদে তাদের প্রধান কাজ ছিল নিত্য প্রয়োজনীয় সাধারণের পোশাক বানানোই। দেশীয় তুলা থেকে সুতা উৎপাদন করে তাঁতিরা নিজেরাই কাপড় তৈরি করতে পারে। তবে বর্তমানে বেশিরভাগ তাঁতি সুতা বাজার থেকে কিনে ব্যবহার করেন। প্রয়োজনীয় কাপড়ের মাপ, নকশা নিজেই তৈরি করেন। তাঁতিদের কারিগর বলা হলেও তারা প্রত্যেকেই একেকজন শিল্পী।

কালিগঞ্জের তোয়ালে সাধারণত কটন সুতা দিয়ে তৈরি করা হয়ে থাকে। কটন সুতার গুণাগুণ ও টেকসই হওয়ার জন্যই এই এলাকার তোয়ালে এত বিখ্যাত। এই অঞ্চলের তোয়ালের রং এবং নকশা অন্যান্য অঞ্চল থেকে আলাদা যা তৈরির জন্য বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন। গাজীপুর জেলার কালিগঞ্জ উপজেলায় সাধারণত : হস্তচালিত তাঁত এবং পাওয়ার তাঁতে এই তোয়ালে তৈরি করা হয়। গাজীপুর জেলার কালিগঞ্জ উপজেলায় এ বিশেষ ধরনের তোয়ালে উৎপাদিত হয় বলে তাকে কালিগঞ্জের তোয়ালে বলা হয়।

ছ) কালিগঞ্জের তোয়ালের সাধারণ বৈশিষ্ট্য :

১। প্রধান বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে ডিজাইনের নিজস্বতা ;
২। বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো বুনন শৈল্পিকতা ;
৩। ব্যবহারে স্বাস্থ্যসম্মত এবং আরামদায়ক ;
৪। পাকা রং ;
৫। টেকসই ও দীর্ঘস্থায়ী ;
৬। শক্তিশালী আর্দ্রতা শোষণ ক্ষমতা ;
৭। দামে সাশ্রয়ী, ইত্যাদি।

জ) কালিগঞ্জের তোয়ালের শ্রেণি বিভাজন :

১) পিকের উপর ভিত্তি করে :

(ক) ২ পিক পাইল ;
(খ) ৩ পিক পাইল ;
(গ) ৪ পিক পাইল ;
(ঘ) ৫ পিক পাইল ;
(ঙ) ৬ পিক পাইল এবং
(চ) ৭ পিক পাইল।

২) পাইলের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে :

ক) একপাশ পাইল এবং
খ) উভয় পাশে পাইল।

৩) ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে :

(ক) বাথসিট ;
(খ) বাথ তোয়ালে ;
(গ) ওয়াশ ক্লথ ;
(ঘ) হ্যান্ড তোয়ালে ;
(ঙ) কিচেন তোয়ালে ;
(চ) জিম তোয়ালে ;
(ছ) পেপার তোয়ালে ;
(জ) বিচ তোয়ালে ;
(ঝ) পেট তোয়ালে ;
(ঞ) ফেস তোয়ালে ;
(ট) হেয়ার তোয়ালে ;
(ঠ) স্পা তোয়ালে ;
(ড) ফুট তোয়ালে ;
(ণ) বেবি তোয়ালে ;
(ত) রুমাল, ইত্যাদি।

৪) ওজনের উপর ভিত্তি করে :

(ক) খুব ভারী
(খ) ভারী
(গ) মধ্যম এবং
(ঘ) হালকা।

৫) উইভ/বুননের উপর ভিত্তি করে :

(ক) প্লেইন (Plain) ;
(খ) টুইল (Twill) ;
(গ) টেরি (Terry) ;
(ঘ) হানিকম্ব (Honey Comb) ;

(ঙ) গেজ (Gauze);

(চ) বুটিদার (Damask);

(ছ) হেরিংবন (Herringbone), ইত্যাদি।

৬) সেলভেজ (selvedge) এর উপর ভিত্তি করে :

(ক) প্লেইন সেলভেজ ;

(খ) টেপ সেলভেজ ;

(গ) স্প্লিট সেলভেজ ;

(ঘ) ফিউজড সেলভেজ ;

(ঙ) লিনো সেলভেজ এবং

(চ) টাকড-ইন- সেলভেজ।

৭) সাইজের উপর ভিত্তি করে :

(ক) সবচেয়ে বড় সাইজ: ৭২" × ৪০" ;

(খ) বড় সাইজ : ৬০" × ৩০" ;

(গ) মাঝারি সাইজ : ৫৪" × ২৭" ;

(ঘ) ছোট সাইজ : ৩৬" × ২২" (বালিশের কভার হিসেবে ব্যবহার করা হয়)

(ঙ) ছোট সাইজ : ৩০" × ১৮" (হাত মোছার তোয়ালে)

(চ) ছোট সাইজ : ১২" × ১০" বা ১২" × ১২" (রুমাল হিসেবে)

ঝ) কালিগঞ্জের তোয়ালের ডিজাইন :

কালিগঞ্জের তোয়ালে উৎপাদনকারিরা যেকোন ধরনের ডিজাইনের তোয়ালে উৎপাদন করতে পারে। এর জন্য ডিজাইন মাস্টার আছে। তবে ক্রেতা বা বাজারের চাহিদা অনুযায়ী কালিগঞ্জে নিম্নবর্ণিত ডিজাইনের তোয়ালে উৎপাদন করা হয়ে থাকে :

(ক) ফুল ;

(খ) ময়ূর ;

(গ) পাখি ;

(ঘ) টব ও ফুল ;

(ঙ) লতা পাতা ;

(চ) বর্ণ/লেটার ;

(ছ) কোম্পানির নাম/ব্রান্ড নাম ;

(জ) চেক এবং

(ঝ) স্ট্রাইপ, ইত্যাদি।

ঞ) কালিগঞ্জের তোয়ালের বিভিন্ন অংশের নাম :

(১) বডি (Body) ;
(২) পাইল (Pile) ;
(৩) সেলভেজ/সাইড হেম (Selvedge/Side Hem) ;
(৪) বর্ডার (Border) ;
(৫) বিগেনিং পার্ট/বিগেনিং হেম (Beginning Part/Beginning Hem) ;
(৬) ক্রস হেম (Cross Hem)-টপ ও বটম ;
(৭) প্রান্ত (Fringes), ইত্যাদি।

ট) কালিগঞ্জের তোয়ালে তৈরিতে ব্যবহৃত সুতা :

(ক) কটন ;
(খ) স্পান পলিয়েস্টার ;
(গ) ভিসকস ;
(ঘ) উল এবং
(ঙ) একরাইলিক।

ঠ) কালিগঞ্জের তোয়ালের ক্যাটাগরি :

(১) গ্রে/সাদা (Grey/White);
(২) সলিড ডাইড (Solid Dyed) এবং
(৩) ইয়ার্ন ডাইড (Yarn Dyed) ।

ড) কালিগঞ্জের তোয়ালে তৈরিতে ব্যবহৃত তাঁত যন্ত্রপাতি :

(১) ফ্রেম তাঁত;
(২) সেমি-অটোমেটিক তাঁত এবং
(৩) পাওয়ার তাঁত।

ঢ) কালিগঞ্জের তোয়ালে ব্যবহারে সুবিধা :

(ক) মানবদেহের জন্য উপকারী, স্বাস্থ্যসম্মত এবং আরামদায়ক ;
(খ) শক্তিশালী আর্দ্রতা শোষণ ক্ষমতা ;
(গ) ক্ষার প্রতিরোধী এবং অ্যাসিড প্রতিরোধী ;
(ঘ) জৈব অ্যাসিডের প্রভাব দুর্বল, প্রায় কোনও ক্ষতি নেই ;
(ঙ) আলো প্রতিরোধী এবং তাপ প্রতিরোধী, ইত্যাদি।

ণ) উৎপাদনের ভৌগোলিক এলাকা এবং মানচিত্র :

তাঁত শিল্পে সমৃদ্ধ গাজীপুর জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার অর্থনীতির অন্যতম চালিকা শক্তি হচ্ছে বয়নশিল্প। কালিগঞ্জ উপজেলায় গড়ে উঠেছে উন্নতমানের তোয়ালের শিল্প। এখানে উৎপাদিত তোয়ালে সারাদেশে সরবরাহ করা হয়। গাজীপুর জেলার কালিগঞ্জ উপজেলায় এই তোয়ালে উৎপাদিত হয় বলে এই তোয়ালেকে কালিগঞ্জের তোয়ালে বলা হয়। গাজীপুর জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার কালিগঞ্জ পৌরসভা, বাহাদুরশাদী ইউনিয়নে তোয়ালে বেশী উৎপাদন করা হয়। এছাড়া কালিগঞ্জ উপজেলার জামালপুর ইউনিয়নেও অল্প পরিমাণে তোয়ালে উৎপাদন করা হয়।

Production Area of Kaligonj's Towel

ত) উৎসের প্রমাণ ঃ

ইংরেজ শাসনামল থেকেই গাজীপুর জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন এলাকা যেমন : বড়নগর, উত্তরগাঁও প্রভৃতি এলাকায় হস্তচালিত তাঁতে এক ধরনের তোয়ালে তৈরি করা হতো। প্রথম দিকে কাঠের তৈরি হস্তচালিত ফ্রেম তাঁতেই এই তোয়ালে তৈরি করা হতো। যা স্থানীয়দের কাছে কালিগঞ্জের তোয়ালে নামে পরিচিত হয়ে উঠে। এই তোয়ালের মূল বৈশিষ্ট্য হলো, আধুনিক মেশিনে তৈরি তোয়ালের মত মসৃণ নয়। হস্তচালিত তাঁতে তৈরি করা হয় বলে এ তোয়ালেগুলি অপেক্ষাকৃত মোটা হয়ে থাকে। বাংলার ঐতিহ্যবাহী নকশি কাঁথার মত এ তোয়ালেতেও গ্রামীন জীবনের চিত্র তুলে ধরা হয়।

কালিগঞ্জের তোয়ালে বুনন শুরুর বিষয়ে কালিগঞ্জ ০২নং ওয়ার্ড প্রাথমিক তাঁতি সমিতির সদস্য জনাব মোঃ আসগর আলী; পিতা ঃ সেলু প্রধান; গ্রাম ঃ বড়নগর, বলেন, অবিভক্ত ভারত বর্ষের শেষ দিকে আনুমানিক ১৯৪০ সালের দিকে বড়নগর এলাকার অধিবাসী মরহুম আফসার উদ্দিন (ওরফে আফুর উদ্দিন মুন্সি) এবং চৌরা এলাকার অধিবাসী মরহুম গিয়াস উদ্দিন (ওরফে কুলি) হস্তচালিত তাঁতে তোয়ালে বুনন শুরু করেন। তিনি আরো বলেন, ১৯৪০ সালের পূর্বে এই এলাকার তাঁতিরা হানিকম্ব বা প্লেন তোয়ালে বয়ন করতো। এই তোয়ালে সাধারণত : গা মোছার কাজে ব্যবহার করতো।

কালিগঞ্জের তোয়ালে বুনন শুরুর বিষয়ে কালিগঞ্জ ০২নং ওয়ার্ড প্রাথমিক তাঁতি সমিতির সভাপতি জনাব মোঃ রুহুল আমিন; পিতাঃ মৃতঃ রমিজ উদ্দিন মোলা; গ্রামঃ বড়নগর, ৫নং ওয়ার্ড, কালিগঞ্জ, গাজীপুর বলেন, হানিকম্ব তোয়ালে বুনন এর পাশাপাশি এ এলাকার তাঁতিরা আরো এক ধরনের তোয়ালে বয়ন করতো, যাকে স্থানীয়ভাবে বলা হতো মটর দানা তোয়ালে। এই তোয়ালে গা মোছা এবং বালিশে ব্যবহার করা হতো। এই ধরনের তোয়ালে এখনো বুনন করা হয়। তিনি আরো বলেন বর্তমানে তোয়ালের ডিজাইনের কারণে তোয়ালেতে সুতাগুলো উলের মত দেখায়।

উভয় তাঁতি বলেন, পরবর্তীতে পাকিস্তান শাসনামলে ১৯৬০ দশকের শুরুর দিকে সরকারি সহযোগীতায় হানিকম্ব এবং মটর দানা তোয়ালে থেকে ফুলের ডিজাইনের তোয়ালে বুনন শুরু হয়। সেই সময়ও হস্তচালিত তাঁতে তোয়ালে বুনন করা হতো। আধুনিকতার ছোয়ায় ১৯৯৬ সালের দিকে পাওয়ার তাঁতে (বিদ্যুৎ চালিত তাঁত) এই তোয়ালে বুনন শুরু হয়, যা চলমান আছে। তবে বর্তমানেও হস্তচালিত তাঁতে কালিগঞ্জের তোয়ালে বুনন করা হয়।

কালিগঞ্জের অধিবাসীরা জানান মরহুম ফিরোজ মুন্সী, মৃত তাইজুদ্দিন মুন্সী, মরহুম মঈনুদ্দিন মুন্সী অত্র এলাকায় প্রথমে তোয়ালে বুনন শুরু করেন। প্রায় ১৯৪০ সাল থেকে অত্র এলাকায় তোয়ালে বুনন শুরু হয়। যা এখনও চলছে। এই এলাকায় কৃষির পরে তাঁতে তোয়ালে বুনন প্রধান অর্থনৈতিক কাজ।

The Business standard পত্রিকায় প্রকাশিত গত ৩০ অক্টোবর, ২০২১ এর প্রতিবেদন "হারিয়ে যাচ্ছে গাজীপুরের তাঁতের তৈরি ঐতিহ্যবাহী তোয়ালে শিল্প" এ উল্লেখ করা হয়েছে, "গাজীপুরের কালীগঞ্জ উপজেলার বালিগাঁও, মূলগাঁও, বড়নগর, ভাতগাতি, খঞ্জনাসহ বেশ কয়েকটি গ্রামে তাঁতের তৈরি তোয়ালের কদর দেশজোড়া। এখানে উৎপাদিত তোয়ালে চট্টগ্রাম, নরসিংদী, ঢাকাসহ সারা দেশে প্রচুর পরিমাণে বিক্রি হয়। প্রায় দুই শতাধিক কারখানাতে গত ৬০-৭০ বছর ধরে তৈরি হচ্ছে তোয়ালে। এ খাতে কর্মসংস্থান হয়েছে প্রায় ১০-১২ হাজার নারী ও পুরুষের।"[১]

দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় গত ২৮ মে, ২০১৬ তারিখে প্রকাশিত "কালীগঞ্জের তোয়ালে যাচ্ছে বিদেশেও" শীর্ষক প্রতিবেদনে কালিগঞ্জের তোয়ালে বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে, "গাজীপুরের কালীগঞ্জ উপজেলায় বেশ কয়েকটি গ্রামে দীর্ঘদিন ধরে তৈরি হচ্ছে তোয়ালে। এসব তোয়ালে গ্রামের মানুষের ভাগ্যও অনেক বদলে দিয়েছে। এখানকার তোয়ালে যাচ্ছে বিদেশেও।[২]

এলাকার অন্তত ১০ জন তোয়ালে ব্যবসায়ীর সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, প্রায় দুই যুগ আগে কালিগঞ্জের খঞ্জনা গ্রামে চালু হয় তোয়ালে তৈরির কারখানা। ওই গ্রামের কয়েকজন তখন তোয়ালে তৈরি করে বেশ লাভবান হন। এ খবর ছড়িয়ে পড়ে উপজেলার আশপাশের এলাকাতেও। সেখান থেকে কালিগঞ্জের কয়েকটি ইউনিয়নে ছড়িয়ে পড়ে তোয়ালের ব্যবসা। বর্তমানে উপজেলার ৭০ জন মালিকের ৪৫০টির বেশি তোয়ালে তৈরির কারখানা (পাওয়ার লুম) রয়েছে। এসব কারখানায় প্রতিদিন পাঁচ শতাধিক শ্রমিক কাজ করছেন। তাঁদের উৎপাদিত বিভিন্ন ধরনের তোয়ালে ও রুমাল রপ্তানিও হচ্ছে। কালিগঞ্জের তোয়ালে রাজধানী ঢাকার সদরঘাট, চকবাজার, সিলেট, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, টাঙ্গাইল, শেখেরচর, ভৈরব, রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর ও চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় নিয়ে বিক্রি করা হচ্ছে।"[৩]

থ) উৎপাদন পদ্ধতি ঃ

কালিগঞ্জের তোয়ালে উৎপাদন করতে কটন, স্পান পলিয়েস্টার, ভিসকস, উল ও একরাইলিক সুতা ব্যবহার করা হয়। উৎপাদনকারীগণ তোয়ালের গ্রাউন্ডে স্পান পলিয়েস্টার সুতা ; পাইলে কটন/ভিসকস/উল/একরাইলিক সুতা এবং পড়েনে কটন সুতা ব্যবহার করে থাকেন। তোয়ালে বুননের জন্য সুতা স্থানীয় বাজার থেকে সংগ্রহ করা হয়। সাধারণত: তাঁতিরা বাজার থেকে রঙ্গিন এবং গ্রে সুতা সংগ্রহ করে থাকে। অনেক তাঁতিই নিজেরা বাজার থেকে গ্রে সুতা সংগ্রহপূর্বক রং করে থাকে। এখানে ৩ পিক পাইল তোয়ালে সর্বাধিক উৎপাদিত হয়।

দ) উৎপাদনের ধাপসমূহ ঃ

কালিগঞ্জের তোয়ালে তৈরির প্রক্রিয়াটি পুরোপুরি কায়িক শ্রম নির্ভর। কালিগঞ্জের তোয়ালে তৈরির ধাপসমূহ তাঁতিদের হাতে ধারাবাহকিভাবে কার্যকর হয়ে থাকে। ধাপসমূহ নিম্নরূপ :

প্রসেস-১

গ্রে সুতা/রঙ্গিণ সুতা (কুন)
▼
ওয়াইন্ডিং
▼
ক্রিলিং
▼
ওয়ার্পিং
▼
বিমিং
▼
তাঁতে বিম স্থাপন
▼
বিমের সুতা জোড়া দেয়া ► পার্ণ ওয়াইন্ডিং
▼
তোয়ালে উৎপাদন
▼

প্রসেস-২

গ্রে সুতা (কুন)
▼
রিলিং (হ্যাংক)
▼
ওয়াশিং এন্ড ডাইং
▼
ড্রাইং
▼
ওয়াইন্ডিং
▼
ক্রিলিং
▼
ওয়ার্পিং
▼
বিমিং
▼

প্রসেস-১

ক্লথ বিম হতে তোয়ালে সংগ্রহ
▼
কাটিং
▼
সেলাইকরণ
▼
প্যাকেজিং
▼
বাজারজাতকরণ

প্রসেস-২

তাঁতে বিম স্থাপন
▼
বিমের সুতা জোড়া দেয়া ▶ পার্ণ ওয়াভিং
▼
তোয়ালে উৎপাদন
▼
ক্লথ বিম হতে তোয়ালে সংগ্রহ
▼
কাটিং
▼
সেলাইকরণ
▼
প্যাকেজিং
▼
বাজারজাতকরণ

উৎপাদনের ধাপসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

(১) গ্রে সুতা/রঙ্গিন সুতা : কালিগঞ্জের তোয়ালে তৈরির জন্য উৎপাদনকারীগণ গ্রাউন্ডে স্পান পলিয়েস্টার সুতা; পাইলে কটন/ভিসকস/ উল/একরাইলিক সুতা এবং পড়েনে কটন সুতা ব্যবহার করে থাকেন। উল্লিখিত সুতার মধ্যে গ্রাউন্ডের স্পান পলিয়েস্টার গ্রে ও পাইলের কটন সুতা গ্রে বা রঙ্গিন এবং পড়েনের কটন সুতা গ্রে অবস্থায় স্থানীয় বাজার থেকে সংগ্রহ করা হয়। তবে, পাইলের ভিসকস/উল/একরাইলিক সুতা রঙ্গিন অবস্থায় স্থানীয় বাজার থেকে সংগ্রহ করা হয়। পাইল ও পড়েনের গ্রে কটন সুতা প্রয়োজন অনুযায়ী রং করা হয়ে থাকে।

(২) রিলিং: পাইল ও পড়েনের গ্রে কটন সুতা হ্যাংক ফর্মে রং করণের উদ্দেশ্যে রিলিং মেশিনের সাহায্যে ৫৪ ইঞ্চি পরিধির সুতার হ্যাংক তৈরি করা হয়। এতে ৪০০-৬০০ গ্রাম সুতা একত্রে প্যাঁচিয়ে লাছি তৈরি করা হয়।

(৩) ওয়াশিং এন্ড ডাইং : প্রথমত পাইল ও পড়েনের গ্রে কটন সুতা রং করণের উপযোগী করার জন্য ধৌত (স্কাওয়ারিং ও বিচিং) করা হয়। দ্বিতীয়ত সুতা ধৌতকরণের পর প্রয়োজন অনুযায়ী রং করা হয়।

(৪) ড্রাইং : পরবর্তী ধাপের জন্য ছায়াযুক্ত স্থানে রং করা সুতাকে রোদে শুকানো হয়।

(৫) ওয়াইন্ডিং : পাইল বিম তৈরির জন্য পাইলের রঙ্গিন বা গ্রে সুতাকে ওয়াইন্ডিং মেশিনের মাধ্যমে স্পুলে জড়িয়ে সুতার প্যাকেজ তৈরি করা হয়।

(৬) ক্রিলিং : গ্রাউন্ড বিম তৈরির জন্য ক্রিলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্পান পলিয়েস্টার সুতার কুন এবং পাইল বিম তৈরির জন্য গ্রে বা রঙ্গিন কটন/ভিসকস/উল/একরাইলিক সুতার কুন বা স্পুল লাগিয়ে নেওয়া হয়। যাতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সুতার নির্ধারিত দৈর্ঘের গ্রাউন্ড ও পাইল বিম তৈরি করা যায়।

(৭) ওয়ার্পিং : গ্রাউন্ড বিম তৈরির জন্য ক্রিল হতে স্প্রান পলিয়েস্টার সুতা এবং পাইল বিম তৈরির জন্য নির্ধারিত দৈর্ঘের গ্রে বা রঙ্গিন কটন/ভিসকস/উল/একরাইলিক সুতা ওয়ার্পিং ড্রামে জড়ানো হয়। যাতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সুতার নির্ধারিত দৈর্ঘের গ্রাউন্ড ও পাইল বিম তৈরি করা যায়।

(৮) বিমিং : গ্রাউন্ড বিম এবং পাইল বিম তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ও নির্ধারিত দৈর্ঘের গ্রে বা রঙ্গিন কটন/ভিসকস/উল/একরাইলিক সুতা নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় জড়ানো হয়। এখানে টানার সুতাসমূহ বিন্যাস্ত হয় এবং চূড়ান্ত বিম প্রস্তুত হয়।

(৯) তাঁতে বিম স্থাপন : চূড়ান্ত গ্রাউন্ড বিম এবং পাইল বিম প্রস্তুত হওয়ার পর বিম দু'টি সংশ্লিষ্ট তাঁতে স্থাপন করা হয়।

(১০) বিমের সুতা জোড়া দেয়া : পূর্বের তোয়ালের উইভ স্ট্রাকচার ও ডিজাইন এবং প্রস্তাবিত তোয়ালের উইভ স্ট্রাকচার ও ডিজাইন একই রকম হলে এ পর্যায়ে পূর্বের গ্রাউন্ড বিমের সুতার সাথে নতুন গ্রাউন্ড বিমের সুতা এবং পূর্বের পাইল বিমের সুতার সাথে নতুন পাইল বিমের সুতা জোড়া দেওয়া হয়। যদি উইভ স্ট্রাকচার ও ডিজাইন ভিন্ন হয় তাহলে 'ব' ও শানা গাঁথার কাজ করতে হবে। এছাড়া, ডিজাইন অনুযায়ী জ্যাকার্ড এর সুতা সেট করতে হবে।

(১১) পার্ন ওয়াইন্ডিং : এ পর্যায়ে পার্ন ওয়ান্ডিং বা চরকার মাধ্যমে পড়েন সুতা পার্ন ববিনে জড়ানো হয়। এ পড়েন সুতার পার্ন ববিন মাকুতে ভরে কাপড় বুননের সময় প্রস্থ দিকে ব্যবহার করা হবে।

(১২) তোয়ালে উৎপাদন : এ পর্যায়ে তাঁতি পাওয়ার তাঁত বা হস্তচালিত তাঁতে তোয়ালে উৎপাদন শুরু করবেন।

(১৩) ক্লথ বিম হতে তোয়ালে সংগ্রহ : নির্ধারিত পরিমান তোয়ালে উৎপাদন হলে কিংবা গ্রাউন্ড বিমা বা পাইল বিম শেষ হলে তাঁতের ক্লথ বিম হতে তোয়ালে কেঁটে সংগ্রহ করা হয়।

(১৪) কাটিং : একটি গ্রাউন্ড বিমা ও পাইল বিম থেকে দুই সারি বা ততোধিক সারির তোয়ালে উৎপাদিত হয়ে থাকে। দুই সারি বা ততোধিক সারির তোয়ালে পৃথক করার জন্য এ পর্যায়ে লম্বা ও প্রস্থ বরাবর তোয়ালে কেঁটে পিস করা হয়।

(১৫) সেলাইকরণ : লম্বা ও প্রস্থ বরাবর তোয়ালে কেঁটে পিস করার পর চারদিকের বর্ডার সেলাই করা হয়। যাতে কিনারার সুতাসমূহ খুলে না যায়।

(১৬) প্যাকেজিং : এ পর্যায়ে তোয়ালের বাজারজাতকরণের জন্য সাইজ বা ওজন অনুযায়ী ১ বা ৩ বা ৬ বা ১২ পিস করে পলি প্যাক করা হয়।

(১৭) বাজারজাতকরণ : এ পর্যায়ে স্থানীয় শেখের চর বা বাবুর হাট, ঢাকা ও বিভিন্ন জেলায় বাজারজাত করা হয়। পাইকারগণ এ তোয়ালে বিদেশেও রপ্তানি করে থাকে।

ধ) তোয়ালের বর্ণের বিন্যাস :

তোয়ালে উৎপাদনের আগে ডিজাইনের সাথে রঙের কম্বিনেশন করে থাকেন মাস্টার ডায়ার। ডিজাইনার ঠিক করেন কি নকশা হবে। বিভিন্ন উৎসব, ঐতিহ্য ও ক্রেতার চাহিদা ও সংস্কৃতির উপর নির্ভর করে নকশা প্রণয়ন করা হয়। ড্রাম মাস্টার নকশা অনুযায়ী পাইল বিম প্রস্তুত করেন। প্রস্তুতকৃত গ্রাউন্ড ও পাইল বিম তাঁতে স্থাপন করে বুনন কার্য শুরু করেন তাঁতি। সাধারণত ফুল ডিজাইন দিয়ে তোয়ালে উৎপাদন শুরু হয়। ফুলসহ অন্যান্য ছোট ও মাঝারি ডিজাইনের ক্ষেত্রে তাঁতের উপরে ডবি এবং বড় ডিজাইনের ক্ষেত্রে জ্যাকার্ড স্থাপন করা হয়।

কালিগঞ্জের তোয়ালে তৈরিতে ব্যবহৃত তাঁত :

কালিগঞ্জের তোয়ালে তৈরিতে সাধারণতঃ নিম্নরূপ তাঁত ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যথা :

- ফ্রেম তাঁত
- সেমি-অটোমেটিক/চিত্তরঞ্জন তাঁত এবং
- পাওয়ার তাঁত (অটোমেটিক তাঁত)

চিত্র-১: সুতা ধৌতকরণ।

চিত্র-২: সুতা রংকরণ।

চিত্র-৩: সুতা রোদে শুকানো।

চিত্র-৪: গ্রাউন্ডের সুতার স্পুল ওয়াইন্ডিং।

চিত্র-৫: পাইলের সুতার স্পুল ওয়াইন্ডিং।

চিত্র-৬: সুতার স্পুল।

চিত্র-৭: সুতা ওয়ার্পিং ড্রামে জড়ানো।

চিত্র-৮: পার্ন ওয়াইন্ডিং।

চিত্র-৯: পার্ন ববিন।

চিত্র-১০: গ্রাউন্ড ও পাইল বিম তাঁতে স্থাপন।

চিত্র-১১: পাওয়ার লোমে তোয়ালে উৎপাদন।

চিত্র-১২: ফ্রেম তাঁতে তোয়ালে উৎপাদন।

চিত্র-১৩: তোয়ালে কাটিং।

চিত্র-১৪: তোয়ালে সেলাইকরণ।

চিত্র-১৫: তোয়ালে ভাঁজকরণ।

চিত্র-১৬: তোয়ালে বাজারজাতকরণের অপেক্ষায়।

চিত্র-১৭: তোয়ালে তৈরির কারখানা।

ন) ব্যবহারকাল ঃ

ইংরেজ শাসনামল থেকেই গাজীপুর জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন এলাকা যেমন: বড়নগর, উত্তরগাঁও প্রভৃতি এলাকায় হস্তচালিত তাঁতে এক ধরনের তোয়ালে তৈরি করা হতো। প্রথম দিকে কাঠের তৈরি হস্তচালিত তাঁতেই এই তোয়ালে তৈরি করা হতো। যা স্থানীয়দের কাছে কালিগঞ্জ এর তোয়ালে নামে পরিচিত হয়ে উঠে। এর মূল বৈশিষ্ট হলো, তোয়ালেগুলি আধুনিক মেশিনে তৈরি তোয়ালের মত মসৃণ নয়। হস্তচালিত তাঁতে তৈরি করা হয় বলে এ তোয়ালেগুলি অপেক্ষাকৃত মোটা হয়ে থাকে। বাংলার ঐতিহ্যবাহী নকশি কাঁথার মত এ তোয়ালেতেও গ্রামীন জীবনের চিত্র তুলে ধরা হয়।

কালিগঞ্জের তোয়ালে বুননের শুরুর বিষয়ে কালিগঞ্জ ২নং ওয়ার্ড প্রাথমিক তাঁতি সমিতির সদস্য জনাব মো: আসগর আলী বলেন, অবিভক্ত ভারত বর্ষের শেষ দিকে আনুমানিক ১৯৪০ সালের দিকে বড়নগর এলাকার অধিবাসী মরহুম আফসার উদ্দিন (ওরফে আফুর উদ্দিন মুন্সি) এবং চৌরা এলাকার অধিবাসী মরহুম গিয়াস উদ্দিন (ওরফে কুলি) কালিগঞ্জে হস্তচালিত তাঁতে তোয়ালে বুনন শুরু করেন। তিনি আরো বলেন, ১৯৪০ সালের পূর্বে এই এলাকার তাঁতিরা হস্ত চালিত তাঁতে হানিকম্ব বা প্লেন তোয়ালে বয়ন করত। এই তোয়ালে সাধারণত গা মোছার কাজে ব্যবহার করত। কালিগঞ্জের তোয়ালে বুননের শুরুর বিষয়ে কালিগঞ্জ ২নং ওয়ার্ড প্রাথমিক তাঁতি সমিতির সভাপতি জনাব মো: রুহুল আমিন বলেন, হানিকম্ব তোয়ালে বুনন এর সাথে সাথেই এই এলাকার তাঁতিরা আরো এক ধরনের তোয়ালে বয়ন করত; যাকে স্থানীয়ভাবে বলা হতো মটর দানা তোয়ালে। এই তোয়ালে গা মোছা এবং বালিশে ব্যবহার করা হতো। এই ধরনের তোয়ালে এখনো বুনন করা হয়। তিনি আরো বলেন, বর্তমানে তোয়ালের ডিজাইনের কারণে তোয়ালেতে সুতাগুলো পশমের মত দেখায়।

উভয় ব্যক্তিই বলেন পরবর্তীতে পাকিস্তান শাসনামলে ১৯৬০ দশকের শুরুর দিকে সরকারি সহযোগীতায় হানিকম্ব এবং মটর দানা তোয়ালে থেকে ফুলের ডিজাইনের বর্তমানের তোয়ালে বুনন শুরু হয়। সেই সময়ও হস্তচালিত তাঁতে তোয়ালে বুনন করা হতো। আধুনিকতার ছোয়ায় ১৯৯৬ সালের দিকে পাওয়ার তাঁতে (বিদ্যুৎ চালিত তাঁত) এই তোয়ালে বুনন শুরু হয়; যা অদ্যাবধি চলমান আছে। তবে বর্তমানেও হস্তচালিত তাঁতে কালিগঞ্জের তোয়ালে বুনন করা হয়।

The Business standard পত্রিকায় প্রকাশিত গত ৩০ অক্টোবর, ২০২১ এর প্রতিবেদন "হারিয়ে যাচ্ছে গাজীপুরের তাঁতের তৈরি ঐতিহ্যবাহী তোয়ালে শিল্প" এ উল্লেখ করা হয়েছে "গাজীপুরের কালীগঞ্জ উপজেলার বালিগাঁও, মূলগাঁও, বড়নগর, ভাতগাতি, খঞ্জনাসহ বেশ কয়েকটি গ্রামে তাঁতের তৈরি তোয়ালের কদর দেশজোড়া। এখানে উৎপাদিত তোয়ালে চট্টগ্রাম, নরসিংদী, ঢাকাসহ সারা দেশে প্রচুর পরিমাণে বিক্রি হয়। প্রায় দুই শতাধিক কারখানাতে গত ৬০-৭০ বছর ধরে তৈরী হচ্ছে তোয়ালে ; এ খাতে কর্মসংস্থান হয়েছে প্রায় ১০-১২ হাজার নারী ও পুরুষের।"[১]

দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় গত ২৮ মে ২০১৬ তারিখে প্রকাশিত প্রতিবেদন "কালীগঞ্জের তোয়ালে যাচ্ছে বিদেশেও" শীর্ষক প্রতিবেদনে কালিগঞ্জের তোয়ালে বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে "গাজীপুরের কালিগঞ্জ উপজেলায় বেশ কয়েকটি গ্রামে দীর্ঘদিন ধরে তৈরি হচ্ছে তোয়ালে। এসব তোয়ালে গ্রামের মানুষের ভাগ্যও অনেক বদলে দিয়েছে। এখানকার তোয়ালে যাচ্ছে বিদেশেও। এলাকার অন্তত ১০ জন তোয়ালে ব্যবসায়ীর সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, প্রায় দুই যুগ আগে কালিগঞ্জের খঞ্জনা গ্রামে চালু হয় তোয়ালে তৈরির কারখানা। ওই গ্রামের কয়েকজন তখন তোয়ালে তৈরি করে বেশ লাভবান হন। এ খবর ছড়িয়ে পড়ে উপজেলার আশপাশের এলাকাতেও। সেখান থেকে কালিগঞ্জের কয়েকটি ইউনিয়নে ছড়িয়ে পড়ে তোয়ালের ব্যবসা। বর্তমানে উপজেলার ৭০ জন মালিকের ৪৫০টির বেশি তোয়ালে তৈরির কারখানা (পাওয়ার লুম) রয়েছে। এসব কারখানায় প্রতিদিন পাঁচ শতাধিক শ্রমিক কাজ করছেন। তাঁদের উৎপাদিত বিভিন্ন ধরনের তোয়ালে ও রুমাল রপ্তানিও হচ্ছে। কালিগঞ্জের তোয়ালে রাজধানী ঢাকার সদরঘাট, চকবাজার, সিলেট, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, টাঙ্গাইল, শেখেরচর, ভৈরব, রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর ও চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় নিয়ে বিক্রি করা হচ্ছে।"[৩] কাজেই কালিগঞ্জের তোয়ালের ব্যবহারকাল ১৯৪০ সাল বিবেচনা করা যেতে পারে।

প) বাণিজ্যের এলাকা ঃ

কালিগঞ্জের তোয়ালে রাজধানী ঢাকার সদরঘাট, চকবাজার, সিলেট, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, টাঙ্গাইল, শেখেরচর, ভৈরব, রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর ও চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকাসহ সারা বাংলাদেশেই বিক্রয় ও ব্যবহার করা হয়। দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় গত ২৮ মে, ২০১৬ তারিখে প্রকাশিত প্রতিবেদন "কালীগঞ্জের তোয়ালে যাচ্ছে বিদেশেও" শীর্ষক প্রতিবেদনে কালিগঞ্জের তোয়ালে রপ্তানিরে বিষয়ে উলেখ করা হয়েছে "কালীগঞ্জ থানা তাঁতি সমিতির সভাপতি মো. আমজাদ হোসেন বলেন, কালিগঞ্জের বালিগাঁও, উত্তরগাঁও, যুগলী, কিশোরপুর, দক্ষিণবাগ, খঞ্জনা, ঈশ্বরপুর, জামালপুর, খলাপাড়া, যেতুয়া, চৌড়া, বড়নগর, ভাতগাতি, মোয়ানী, টাঙ্গাইয়া ও দেওয়ালের টেক গ্রামের তোয়ালে কারখানাগুলোতে প্রায় আট হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। তিনি বলেন, এখানকার তৈরি তোয়ালে মালয়েশিয়া, কানাডা, সিঙ্গাপুরেও রপ্তানি হচ্ছে।"[৪]

ফ) অনন্য বৈশিষ্ট্য ঃ

কালিগঞ্জের তোয়ালের অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এ তোয়ালে ৩ (তিন) পিক পাইলের পেন ডিজাইন/উইভে বুনন করা হয়। তাছাড়া, এ তোয়ালে তৈরিতে ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের ডিজাইন ফুটিয়ে তোলার স্বাধীনতা রয়েছে। তোয়ালের ডিজাইন অনুযায়ী একপাশ পাইল অথবা উভয় পাশ পাইলেও তৈরি করা যায়। এ তোয়ালে ব্যবহারে অত্যন্ত আরামদায়ক এবং স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যবহার করা যায়।

ব) উৎপাদনকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের তালিকা ঃ

ক্র.নং	উৎপাদনকারী তাঁতির নাম	প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা	মোবাইল নং
০১.	মোঃ রুহুল আমিন	আদিব টেক্সটাইল	বড় নগর, কালিগঞ্জ	০১৯২৯৬০৮৭৪২
০২.	মোঃ আমান উলাহ	সিটি টেক্সটাইল	বাংগল হাওলা, কালিগঞ্জ	০১৭৪৯৭৪৯৫৭১
০৩.	মোঃ নুরুল আমিন	রাব্বিটেক্সটাইল	বড় নগর, কালিগঞ্জ	০১৭৩৯৬৯২৬৫২
০৪.	মোঃ আসাদুজ্জামান	মিশাল টেক্সটাইল	বড় নগর, কালিগঞ্জ	০১৯০৯১৭৭৮২৪
০৫.	মোঃ ইকবাল	মিতালী টেক্সটাইল	বড় নগর, কালিগঞ্জ	০১৭১৫৪৫৭০৬৭
০৬.	মোঃ ইসমাইল	মোলা টেক্সটাইল	বড় নগর, কালিগঞ্জ	০১৭২৫০৬৫৬৬০
০৭.	মোঃ আলী আসগর	আলী টেক্সটাইল	বড় নগর, কালিগঞ্জ	০১৭২০২৩৬১২০
০৮.	মোঃ তোফাজ্জল	আল-আমিনটেক্সটাইল	বাংগল হাওলা, কালিগঞ্জ	০১৭১৯১০১০৮১
০৯.	মোঃ আলী হোসেন মোলা	---	বাংগল হাওলা, কালিগঞ্জ	০১৮১৭০১৬৬৯২
১০.	মোঃ আলী খান	জননী টেক্সটাইল	বাংগল হাওলা, কালিগঞ্জ	০১৭১৫৬১৯৯৯৭
১১.	মোঃ আকরাম হোসেন	নিউ আলী টেক্সটাইল	বড় নগর, কালিগঞ্জ	০১৭২৬২৪৯৩৪৫
১২.	মোঃ রেজাউল করিম	আবরী টেক্সটাইল	বড় নগর, কালিগঞ্জ	০১৭৭৩০৫৮৯৭১
১৩.	মোঃ রুহুল আমিন	ইসলামিয়া টেক্সটাইল	বড় নগর, কালিগঞ্জ	০১৭১৬৫১১৮৮৬
১৪.	মোঃ আসাদুজ্জামান দুলাল	বিলাল টেক্সটাইল	বড় নগর, কালিগঞ্জ	০১৮১৮৪২৯৩২৯
১৫.	মোঃ ছাফির উদ্দিন	আসাদটেক্সটাইল	বড় নগর, কালিগঞ্জ	০১৭৬৩৪২৮২৯৯
১৬.	মোঃ শাহজাহান	হুম টেক্সটাইল	ভাতগাতি, কালিগঞ্জ	০১৭৭৭৬৮২৫৪২
১৭.	মোঃ রশন খান	রুবেল টেক্সটাইল	বাংগল হাওলা, কালিগঞ্জ	০১৮৭১১১৬৯০১
১৮.	মোঃ আলাউদ্দিন	কাদির টেক্সটাইল	বড় নগর, কালিগঞ্জ	---
১৯.	মোঃ মোছেন পাঠান	---	বড় নগর, কালিগঞ্জ	০১৪০০২৮৫৩৯৪
২০.	মোঃ রুবেল	যমুনা টেক্সটাইল	বড় নগর, কালিগঞ্জ	০১৬৩৩০৭৩১৩৮
২১.	মোঃ জালাল উদ্দিন	জালাল টেক্সটাইল	বড় নগর, কালিগঞ্জ	০১৭১২৩৩৪৯২১
২২.	মোঃ ফরজুল ইসলাম	---	বড় নগর, কালিগঞ্জ	০১৯৮৪৪৮১০২৩
২৩.	মোঃ ইদ্রিস আলী	ইফাত টেক্সটাইল	বড় নগর, কালিগঞ্জ	০১৭৪৯৯৪৫২৯৮
২৪.	মোঃ গোলজার হোসেন	মেঘনা টেক্সটাইল	বড় নগর, কালিগঞ্জ	০১৮৪৬৪৭১০২৫
২৫.	মোঃ তোফাজ্জল হোসেন	আদর্শ টেক্সটাইল	বড় নগর, কালিগঞ্জ	০১৮৩৪২৭৫৬৮৬
২৬.	মোঃ সিরাজুল ইসলাম	বিলাল টেক্সটাইল	বড় নগর, কালিগঞ্জ	০১৭৩৮৯১৬৪৬৪
২৭.	মোঃ আসাদুল্লাহ	আহছান টেক্সটাইল	বড় নগর, কালিগঞ্জ	০১৯৭১৪৩৪৮৩৮
২৮.	মোঃ ফারুক মোলা	প্রাণ টেক্সটাইল	বাংগ লহাওলা, কালিগঞ্জ	০১৮৮৩৪১৩১৫১
২৯.	আয়েশা আক্তার	ফাহিম টেক্সটাইল	বাংগল হাওলা, কালিগঞ্জ	০১৭২৫০৬৫৬৬০
৩০.	মোঃ শহিদুল্লাহ	এনার্জি টেক্সটাইল	বড় নগর, কালিগঞ্জ	০১৯১৩০২৫৯২৬

ভ) তথ্য সূত্র ঃ

১. https://www.tbsnews.net/bangla/অর্থনীতি/হারিয়ে-যাচ্ছে-গাজীপুরের-তাঁতের-তৈরি-ঐতিহ্যবাহী-তোয়ালে-শিল্প ; ;

২. https://www.prothomalo.com/bangladesh/কালীগঞ্জের-তোয়ালে-যাচ্ছে-বিদেশেও ;

৩. https://www.prothomalo.com/bangladesh/কালীগঞ্জের-তোয়ালে-যাচ্ছে-বিদেশেও ;

৪. https://www.gazipurkotha.com/lifestyle/news/90596

গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস-সিডিপি শাখা-খ-৮০৮/২৪-২৫/শিল্প-৩০-০৭-২০২৫-১২০ বই।

LIST OF AGENTS

1. Messrs Book Syndicate,
   157, Government New Market, Dhaka.
2. Messrs Warshi Book Corporation,
   14, Bangabandhu Avenue, Dhaka.
3. Bangladesh Co-operative Book Society,
   150, Government New Market, Dhaka.
4. Messrs K.R. & Co.,
   73, Abul Hassnat Road, Dhaka.
5. Bangladesh Subscription Service,
   64, Purana Paltan, Dhaka.
6. Messrs Mohiuddin & Sons,
   143, Government New Market, Dhaka.
7. Messrs Hasanat Library,
   4, N. S. Road, Kushtia.
8. Messrs Current Book Stall,
   Jessore Road, Khulna.
9. Messrs Current Book Mohal,
   Jalsa Cinema, Jubilee Road, Chittagong.
10. Messrs Khoshroj Kitab Mohal,
    15, Bangla Bazar, Dhaka.
11. Messrs New Front Bipani Bitan,
    New Market, Chittagong.

For official use only

Printed by: Dr. Mohammad Mofizur Rahman, Deputy Director (Deputy Secretary)
Government Printing Press, Tejgaon, Dhaka.
Published by: Md. Nazrul Islam, Deputy Director (Deputy Secretary)
Bangladesh Forms and Publication Office, Tejgaon, Dhaka.